মোনাখালী ফুটবল টুর্নামেন্টে বিশ্বনাথপুর একাদশ ফাইনালে

মুজিবনগরের মোনাখালী ইউনিয়নে শহীদ ওলিউল বারী আনসার ক্লাব ও মোনাখালী গ্রামবাসির আয়োজনে ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় বিশ্বনাথপুর যুব ক্লাব একাদশ এবং শালিকা প্রবাসী একাদশ দেশী বিদেশী খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত দুটি দল চমকপ্রদ খেলা উপহার দেয় দর্শকদের।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় বিশ্বনাথপুর যুব ক্লাব একাদশ ১-০ গোলে জয় লাভ করেন।

খেলার প্রথমার্ধ গোলশূন্য ড্র করে বিরতিতে যাই দুই দল দ্বিতীয় অর্ধের শুরুতেই গোল করে এগিয়ে যায় বিশ্বনাথপুর একাদশ। মুহু মুহু আক্রমণ চালিয়ে গোল শোধ করতে ব্যর্থ হয় শালিকা প্রবাসী ফুটবল একাদশ। ১ গোলের জয় নিয়ে ফাইনালে উত্তীর্ণ হয় বিশ্বনাথপুর যুব ক্লাব একাদশ।

খেলা শুরুতেই জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এ সময় খেলোয়ারদের সাথে পরিচিত হন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আয়োজক কমিটির সভাপতি মফিজুর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হাবিবুর রহমানসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

খেলাটি পরিচালনা করেন খেলা পরিচালনায়: ম্যাচ রেফারি ছিলেন এম. এস রিয়ান চুয়াডাঙ্গা, সহকারী রেফারি ফারাহ হোসেন লিটন আমঝুপি,সহকারী রেফারি আব্বাস আলী গাংনী, ৪র্থ রেফারি সোহেল রানা মুজিবনগর।

খেলায় ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বনাথপুর একাদশের তাইবুর।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপিতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয় বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠানের নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কৃষি অফিসার আলমগীর হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারন অফিসার জাহিদ হাসান , অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন উপ সহকারি কর্মকর্তা আশরাফুল আলম।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যই বলেন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে কৃটনাশক ঔষধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন তার বিকল্প পথ হল ফেরোমন ফাঁদ তৈরি করে সবজি খেতে টাঙ্গানোর জন্য বলেন।

বিশেষ অতিথি বলেন রাসায়নিক সার অল্প ব্যবহার করেন এবং জৈব সার ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দেন এবং কৃষকভাইয়েরা অধিক ফলন পাবেন কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শহিদুল ইসলাম তার বক্তব্যে তিনি বলেন বর্তমানে লাউ চাষ করে সফলতা পেয়েছি এবং জৈব সার ব্যবহার করে অধিক ফলন পেয়েছি কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিয়ে ফেরোমনফাঁদ তৈরি করে কৃটনাশক সবজি বাজারে রপ্তানি করেছি।বর্তমানে শহিদুল ইসলামের ৫ একর লাউ ক্ষেত আছে এবং সে ১৫ লক্ষ টাকার আশাবাদি।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে “ওয়াচ গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত”

‘ ‘সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা, ও শিক্ষায় বৈষম্য দূর করতে সামাজিক প্লাটফরম কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০ টার দিকে মউক এর হলরুমে গনসাক্ষরতা

অভিযান এর সহায়তায় মানক উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) আয়োজিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের এই ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক সাইদুর রহমান এর সভাপতিত্বে ওয়াচ গ্রুপের বর্তমান ও আগামী পরিকল্পনা নিয়ে স্বাগত বক্তব্য দেন মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আমদহ ইউনিয়নের ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম কিবরিয়া, মেহেরপুর পৌর কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, ওয়াচ সদস্য রেশমা খাতুন, সমাজসেবক আব্দুর রকিব ও মীর ফারুক হোসেন।

সভায় সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষায় বৈষম্য দূর সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির শিশুদের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

সমস্যায় জর্জরিত গাংনী উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরী

নানা সমস্যায় জর্জরিত মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরী। লাইব্রেরীয়ানের ১৫ বছর বেতন বকেয়া, অবকাঠামো সংস্কার, আসবাবপত্র ও বই সংকটের কারণে ঝিমিয়ে পড়েছে লাইব্রেরীটির কার্যক্রম। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এর কোন অভিভাবক নেই। তবে, উপজেলা চেয়ারম্যান বলছেন লাইব্রেরী চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৯৮৪ সালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত¦রের একটি কক্ষে গাংনী উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। লাইব্রেরীটি পরিচালনার জন্য ১৯৮৭ সালে গোলাম রহমান নামের একজন চুক্তিভিত্তিক লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠার সময়ে পাঠকদের পদভারে মুখর থাকলেও বই সংকট সহ নানা সমস্যায় দিনদিন পাঠক সংখ্যা কমতে থাকে।

এদিকে গত ১৪ বছর বেতন ভাতা না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন লাইব্রেরীয়ান গোলাম রহমান।

লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নতুন বই সংযোজন করা হয় না। রয়েছে চেয়ার, টেবিল ও আলমারীর সংকট। গত কয়েক বছর লাইব্রেরী বন্ধ থাকায় মূল্যেবান বই সহ আসবাবপত্র এখন অনেকটাই নষ্ট হয়ে পড়েছে।

স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বড়রাও অবসর সময়ে বই ও পত্রিকা পড়ার জন্য লাইব্রেরীতে আসলেও বছরের পর বছর বন্ধ থাকে একারনে জ্ঞান চার্চা থেকে পিছিয়ে পড়ছেন তারা। অবকাঠামো সংস্কার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী।

সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেনীর ছাত্র সজল আহমেদ বলেন লাইব্রেরীটি সব সময় তালাবদ্ধ থাকে। যে কারনে বই পুস্তক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে অনেক শিক্ষার্থীরা বই পড়তে এসে ফিরে যায়।

পাঠক আলাউদ্দীন আহম্মেদ, রজব আলী বলেন, যখনই লাইব্রেরীতে আসি তখনই বন্ধ পাওয়া যায়। লাইব্রেরীটা খোলা হলে বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারতাম। লাইব্রেরীর অবস্থা দেখে মনে হয় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুর রকিব বলেন, পাবলিক লাইব্রেরী মানুষের জ্ঞানার্জনের জন্য একটি উৎকৃষ্ট যায়গা। এখানে তরুন বয়সে বই, পত্রিকা পড়তে আসবে। তবেই তো আমাদের ছেলে মেয়েরা মেধাবী হয়ে গড়ে উঠবে। উপজেলার মত একটা যায়গায় লাইব্রেরী রয়েছে। অথচ, দীর্ঘদিন যাবৎ এটি বন্ধ থাকে। আমাদের ছেলে মেয়েরা জ্ঞানার্জনের জন্য যাবে কোথায়। এজন্য আমরা আমাদের মেধাবী ছেলে মেয়েদের হারাচ্ছি। বই পড়ার সুযোগ না পেয়ে তারা মাদকে ঝুঁকছে। আমি নিজেও বই পত্রিকা পড়ার জন্য আসতাম। কিন্তু বছরের পর বছর লাইব্রেরীটা বন্ধ থাকায় সেই সুযোগ থেকে বঞ্জিত হচ্ছি। লাইব্রেরীটা দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে। অবসর সময়ে বই পড়তাম। বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন তারা

গাংনী উপজেলা নুরুল ইসলাম রিন্টু বলেন, আমি এক সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের এই লাইব্রেরীর নিয়মিত পাঠক ছিলাম। লাইব্রেরীটি দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে। লাইব্রেরীটি চালু হওয়া উচিৎ।

লাইব্রেরীয়ান গোলাম রহমান বলেন, ১৪ বছর বিনা বেতন দায়ীত্ব পালন করেছি। এখানে দায়ীত্ব পালন করতে গিয়ে সংসার পরিজন নিয়ে অনেক

দেনায় পড়ে রয়েছি। লাইব্রেরীতে এক সময় জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা দিয়ে ৪/৫ টি পত্রিকা আসতো। পর্যাপ্ত পরিমান বই রয়েছে। প্রতিদিন প্রচুর পরিমান পাঠক আসতো এখানে। অথচ, সেই জমজমাট লাইব্রেরীটি বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি। আমার ও লাইব্রেরীর খোঁজ খবর রাখার মত কেউ নেই।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, করোনার কারনে প্রায় তিন বছর বন্ধ ছিলো। নতুন উদ্যোমে লাইব্রেরীটি চালু করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে বসে সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে চুরি ও মারামারি মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার

পৃথক দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে মারামারি ও চুরির মামলায় ৩ জন আসামিকে আটক গাংনী থানা পুলিশ।

এরা হলেন, গাংনী মহিলা কলেজপাড়া এলাকার আবু জাহিদ (৫০) ও তার ছেলে জুনাইদ হোসেন (২০)। এছাড়া একটি চুরির মামলায় মানিক মিয়া
(৪০) কে আটক করেছে। মানিক মিয়া কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার ধলসা গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে।

মজনু মিয়াকে গত রাতে এবং পিতা পত্রকে আজ সকালে আটক করেছে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সংঘর্ষ হলে মহিবুল ইসলাম ওহিদ পিতা পুত্রকে আসামি করে একটি মারামারি মামলা দায়ের করেন মামলা নং ২৬, তারিখ ২৩/০৮/২৩ ইং। ওই মামলায় অভিযান চালিয়ে পিতা পুত্রকে আটক করে পুলিশ। এদিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী বাজারে মোটরসাইকেল চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হন মানিক মিয়া। পরে তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশে তুলে দেন জনতা। এই মানিক মিয়াকে

একটি চুরি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

আজ বুধবার (২৩ আগস্ট) বেলা ১১ টার দিকে আটককৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে জনতার হাতে মোটরসাইকেল চোর আটক; পুলিশে সোপর্দ

গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে থেকে মোটরসাইকেল চুরির সময় মানিক মিয়া নামের এক চোরকে হাতেনাতে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। মানিক মিয়া(৪০) কুষ্টিয়া মিরপুরের ছাতিয়ান ইউনিয়নের ধলসা গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে।

মঙ্গলবার রাত ৮ টার সময় এঘটনা ঘটে। মানিক মিয়াকে গণধোলায় শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন জানান,গাংনী বাজারের আশরাফুল ইসলাম তার একটি মোটরসাইকেল আমিরুল ইসলাম মার্কেটের সামনে মোটরসাইকেল রেখে বাজার করছিল। এসময় তার মোটরসাইকেলটি মানিক মোটরসাইকেলটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় মোটরসাইকেল চোর সন্দেহে মানিককে আটক করে গণধোলাইয়ের পর গাংনী থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মোটরসাইকেল চোর সন্দেহ একজনকে পুলিশে সোপর্দ করেছে বাজারের লোকজন। তাকে চুরির মামলায় দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুজিবনগরে চার বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ

মুজিবনগরে ৪ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তারই নানা সম্পর্কের প্রতিবেশি ভ্যান চালক তসলেম উদ্দীনের (৫০) বিরুদ্ধে। ওই শিশুটি বর্তমানের মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২২ আগস্ট) বেলা দেড়টার মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ধর্ষক ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে।

ধর্ষিতার মা জেসমিন আক্তার জানান, মঙ্গলবার দুপুরে দেড় টার সময় আমার মেয়েকে তসলেম উদ্দীন ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে গিয়ে তার বোনের ঘাসের জমিতে ধর্ষণ করে। পরে মেয়ে বাড়িতে এসে আমাকে বিষয়টি জানায়। আমি বাড়িতে তার পায়জামা চেক করে দেখি পায়জামাতে রক্ত জড়িয়ে আছে। প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখান থেকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক।

মেহেরপুর ২৫০ বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আমিনা খাতুন বলেন, আমি ধর্ষিতাকে প্রাথমিকভাবে দেখে’প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি । এখন সিভিল সার্জনসহ বোর্ড বসিয়ে তাকে ডাক্তারি পরিক্ষা করে বোঝা যাবে সে ধর্ষিত হয়েছে কিনা।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, ‘ধর্ষণের ঘটনা শোনার সাথে সাখে আমরা ঘটনাস্থলে পৌছেছি। শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত আসামীকে আটকের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে শিক্ষক কল্যাণ সমিতির

জমি দখলমুক্ত করতে সংঘর্ষ আহত ১৬

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ের জমি দখলকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে ছয় শিক্ষক ও নারীসহ অনন্তত ১৬ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার(২২ আগষ্ট) বেলা ১১ টার সময় গাংনী পৌর এলাকার-মেহেরপুর সড়কের বাঁশবাড়িয়া এলাকায় অবস্থিত শিক্ষক কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ের সামনে লাঠিশোঠা নিয়ে এক রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত শিক্ষকরা হলেন- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও গাংনী পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন(৫৫) জিলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক আলমগীর হোসেন মিঠু, এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ,সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ, রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান লিখন, ও গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রায়হান আলী। শিক্ষকদের ওপর হামলাকারিদের দ্রত গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়ে সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষকরা।

অপরদিকে শিক্ষকদের হামলায় কার্যালয়ের জমি দখলকারিদের মধ্যে নারীসহ অন্তত দশজন আহত হয়েছেন। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলো-বাঁশবাড়িয়া গ্রামের নিজাম উদ্দিন-(৪০), মিজান (২৫), মুজাম (৩৫), সোহেলী খাতুন (২৫), সুমাইয়া (২২), হাবিবা খাতুন
(৪০) শহিদুল ইসলাম (৫০), শিপন আলী (২০), সোহরাব হোসেন (৩০), ইমরান আলী (২৫), নাজিরা খাতুন (২৫)।
আহতদের মধ্যে মুজাম ও সোহেলীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাদের দুজনকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

আধা ঘন্টা যাবত সংঘর্ষের সময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। উভয় পক্ষকে শান্ত করে জমিজমার কাগজপত্র যাচাই করার প্রতিশ্রতি দিলে শিক্ষকরা তাদের কর্মসুচী প্রত্যাহার করেন। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও গাংনী পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন জানান, প্রায় দশ বছর আগে আমরা সমিতির নামে ন্যায্য টাকা দিয়ে হাবিুর রহমানের ওয়ারিশদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করি। তারপর সেখানে সমিতির কার্যালয় ভবন নির্মাণ করি। সেই কার্যালয়ের সামনে হঠাৎ করে হাবিবুর রহমানের নামের একজন ব্যক্তি রাতের আধারে জমি দখলে নিয়ে বসত শুরু করে। তাদের বার বার তাগাদা দেয়া সত্বেও তারা আমাদের জায়গা খালি করে দেয়নি। আজ সকালে সমিতির সকল সদস্যরা কার্যালয়ের জমি দখল মুক্ত করতে আসে। এসময় বাড়ির ভিতর থেকে ইট পাটকেল মারতে শুরু করে। হাবিবুর রহমানের লোকজনের ইটের আঘাতে আমাদের ছয় শিক্ষক রক্তাক্ত জখম হয়েছে। সমিতির নামে ক্রয়কৃত জমি দখল করতে উপজেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছুটে এসেছেন।

অন্যদিকে আহত নিজাম ও মুজাম বলেন, শিক্ষকরা যে জমি ক্রয় করেছে সেই জমিতে আমাদের অংশ রয়েছে। আমাদের অংশ বুঝিয়ে না দিয়ে তারা অফিস নির্মাণ করেছেন। হাবিবুর রহমান তার নিজের জমি দাবী করে বসবাস শুরু করেন।
আজ সকালে হঠাৎ কয়েক শো শিক্ষক হাতে বাশের লাঠি নিয়ে রাস্তায় জড়ো হয় এবং জোরপুর্বক ইট ও বালি ফেলতে শুরু করে। আমরা বাধা দিতে গেলে শিক্ষরা তাদের হাতে থাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করেন। শিক্ষকদের হামলায় আমাদের পক্ষের নারীসহ মোট ১০জন আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে দুজনকে কুষ্টিয়া হাসপাতালে রেফার করেছেন চিকিৎসক। হামলার সময় শিক্ষকরা আমাদের বাড়িঘরের সমস্ত কিছু ভেঙ্গে তছরুপাত করেছেন। এবং ঘরের টিন ও আসবাপত্র যা ছিল তা সব নিয়ে গেছে বলেও দাবী করেন তারা।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি ঘটনা শুনতে পেয়ে দ্রত পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছি। উভয় পক্ষের লোকজন জখম হয়েছে। জখম হওয়া ব্যক্তিরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি থমথমে। এখনও কোন পক্ষ থেকে অভিযোগ পাইনি।

অভিযোগ পেলে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর সহড়াতলায় গ্রেফতার আতঙ্কে গ্রামবাসী

ঘটনার এক দিন পর বিজিবির সদস্যদের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধা প্রদানসহ নানা অভিযোগ এনে সহড়াতলা গ্রামের এজাহার নামীয় ১২ ও অজ্ঞাত ৫০/৬০ জনের নামে গাংনী থানায় মামলা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সহড়াতলা বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার মো: ইসরাইল শেখ বাদী হয়ে ধারা ২৪/৩৩২/৩৫৩/৩৪ দ.বি আইনে গত রবিবার রাতে এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলার নং ২৩, তারিখ ২০/০৮/২০২৩ ইং।
এদিকে গ্রামবাসীর দাবি, বিজিবি কোনো উসকানি ছাড়াই গ্রামের আশিক নামের প্রবাস ফেরত একজন ভাল ছেলেকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ও মারধর করে রক্তাক্ত করার প্রতিবাদ করায় সাধারণ মানুষের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে বিজিবি। এ মামলায় কিছু নাম উল্লেখ করলেও বাকি নামগুলো অজ্ঞাত থাকায় গোটা গ্রামের মানুষের মাঝে বর্তমানে মামলা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ মানুষ পুলিশি আতঙ্কে এখন পালাতে শুরু করেছেন।

এদিকে ৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি’র) হাত থেকে হ্যান্ডকাফসহ পালিয়ে যাওয়া আশিক (৩০)কে গ্রেফতরা করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গত রবিবার (২০ আগস্ট) দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের পাগলার ব্রীজের উপর থেকে তাকে হ্যান্ডকাপসহ গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলা হওয়ার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে হ্যান্ডকাপ পরিহিত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সোয়া ৮ টার দিকে বিজিবির একটি টিম সহড়াতলা বাজারের ফকিরের মোড় এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের সলেমান আলীর ছেলে সৌদী প্রবাস ফেরত আশিক(২৭) কে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চাই। ক্যাম্পে যেতে না চাইলে তাকে বিজিবি সদস্যরা মারধর করে। এতে সে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন আশিক। পরে স্থানীয়রা জানতে চান কেনো তাকে এভাবে মারধর করছেন। এক পর্যায়ে গ্রামবাসি আশিককে বিজিবির হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। পরে সে হ্যান্ডকাপ নিয়ে পালিয়ে যান।

স্থানীয় বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বিজিবির সদস্যরা একজন ছেলেকে বাজারের উপর বুট দিয়ে লাথি মেরে রক্তান্ত করে ফেলে রাখায় এলাকার মানুষ তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওই যুবককে ছাড়িয়ে নেন। এনিয়ে বিজিবির সাথে বাক বিতন্ড হয়েছে। এনিয়ে গ্রামবাসির উপর মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।

৫ নং ওয়ার্ড সহড়াতলা গ্রামের ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম লাটু বলেন, বিজিবি’র মামলার কারনে গ্রামের অনেক লোক এখন পালিয়ে যাচ্ছে। আতংকের মধ্যে রয়েছেন অনেকেই। মামলায় ১২ জনের নাম উল্লেখ থাকলেও অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে ৫০/৬০ জনকে। আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিজিবির কাছে আহবান জানাবো এলাকায় শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে মামলা থেকে বিরত থাকতে।

কাজিপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইউপি সদস্য মহিবুল ইসলাম বলেন, বিজিবির মামলা সমন্ধে এখনো আমার কাছে তথ্য নেই। মামলার কথা এই প্রথম শুনলাম। বিষয়টি জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের লোকজন বসে বিষয়টি মিটালে সবাই ভাল থাকবে।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: নাজমুল হুদা বিশ^◌াস বলেন, এই ঘটনায় তাৎক্ষনিকভাবে ৫ নং সহড়াতলা ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম লাটু, কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইউপি সদস্য মহিবুল ইসলামসহ গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সহড়াতলা বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা ওই রাতেই জরুরী বৈঠকে বসা হয়। সে সময় হ্যান্ডকাপ উদ্ধার ও আশিককে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ জানান বিজিবি। আশিক পলাতক থাকায় তাৎক্ষনিকভাবে কোনো সূরাহা হয়নি।

৪৭ বিজিবির সহড়াতলা বিওপি ক্যাম্পের বর্তমান কমান্ডার হাবিলদার রিয়াজ বলেন, আমি বদলি হয়ে এসেছি। আমার পূর্ব কমান্ডার নায়েব সুবেদার মো: ইসরাইল শেখ বদলি হয়ে চলে গেছেন। আমি নতুন এসেছি। আমি মামলা সমন্ধে কোনো কিছু বলতে পারবোনা।

মিরপুর ৪৭ বিজিবি’র সিও লে. কর্ণেল আরিফ বলেন, সহড়াতলা বিওপি ক্যাম্পে কর্মরত বিজিবি সদস্যদের সেক্টরে তুলে নেওয়া হয়েছে। আসলে সেদিনকার ওই ঘটনায় কি হয়েছিল তদন্তের জন্য। হ্যান্ডকাপ পরানো অবস্থায় আশিককে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ওইদিনকার ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, বিজিবির টহল দলের কাছে তথ্য ছিল ওই যুবকের কাছে মাদক ছিল। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ওই যুবককে ধরে সার্চ করা হয়। তাৎক্ষনিকভাবে তার কাছে কোনো মাদক পাওয়া যায়নি। তবে তার কাছ থেকে একটি রেজিস্ট্রেশন বিহীন মোটরসাইকেল ও অন্যান্য মাল পাওয়া যায়। ওই সময় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ক্যাম্পে নেওয়ার সময় সে বাজারের উপর গিয়ে সিনক্রিয়েট করে। এসময় বাজারের কিছু লোক আমাদের ইউনিফ্রম পরা বিজিবি সদস্যদের দেখার পরেও আসামি ছিনিয়ে নেয়। আসলে এলাকার যারা চোরাচালানি বা এদের সাথে সম্পৃক্ত তাদের আমরা অনেকটাই চিনি। সেভাবেই মামলা দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সি আর মামলার ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সিআর মামলার ৬ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলার ১ জন আসামি রয়েছেন।

সোমবার দিবাগত রাতে আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশ এসব অভিযান চালান। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আজ মঙ্গলবার (২২ আগস্ট) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।